দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 SEP 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

210

উপজেলা পরিক্রমা

নাগরপুর

টাঙ্গাইল জেলার একটি অবহেলিত জনপদ নাগরপুর। জেলা সদর থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এ উপজেলার উত্তরে টাঙ্গাইল জেলা (সদর), দক্ষিণে ঢাকা জেলা ও মানিকগঞ্জ জেলা। পূর্বে মির্জাপুর, পশ্চিমে যমুনা নদী ও সিরাজগঞ্জ জেলা। যমুনা নদী এ উপজেলার পশ্চিম দিয়ে এবং ধলেশ্বরী নদী উত্তর দিয়ে বয়ে গেছে। ১শ' ১৫ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২ লাখ ১৮ হাজার ২শ' ৫৫ জন। ১২টি ইউনিয়ন ও ৭১টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত।

এক কালের প্রজা হিতৈষী জমিদার সতীশ রায় চৌধুরীর বাসস্থান ছিল এ উপজেলায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদন ঐতিহ্যের দাবী রাখিত। এ অবহেলিত উপজেলায় নানাবিধ সমস্যার মধ্যে কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, চিকিৎসা, হাটবাজার, বিদ্যুৎ ও বাণিজ্য ব্যবস্থাই প্রধান।

কৃষি

সমতল ভূপ্রকৃতির এ উপজেলার শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিজীবী। এ উপজেলার মোট জমির পরিমাণ ৪৭ হাজার ২শ' ৭২ একর। এর মধ্যে আবাদী জমি ৩৫ হাজার ১শ' ৩২ একর। অনাবাদী ১২ হাজার ১শ' ৪০ একর। প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জামাদি, সার কীটনাশক ও কৃষি ঋণের অভাবে এ এলাকার চাষাবাস ব্যহত হচ্ছে। এ উপজেলার প্রধান উৎপাদিত কৃষিপণ্য হলো ধান, পাট, গম, তিল, সরিষা, কলাই ইত্যাদি।

শিক্ষা

উপজেলায় ১টি সরকারী কলেজ ও ১টি বেসরকারী কলেজ, ১০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি নিম্ন মধ্যমিক বিদ্যালয়, ১শ' ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫৭টি মাদ্রাসা রয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত এ প্রতিষ্ঠানগুলোর নেই ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন লেখাপড়ার উপযোগী পরিবেশ।

যোগাযোগ

টাঙ্গাইল হতে এলাসিন হয়ে নাগরপুর পর্যন্ত সড়ক পথ আছে। টাঙ্গাইল হতে মটর যোগে এলাসিন হয়ে খেয়া নৌকায় ধলেশ্বরী নদী পার হয়ে পরে পায়ে হেটে অথবা রিকসা যোগে ৫ মাইল রাস্তা হয়ে নাগরপুর পৌছতে হয়। এ অবহেলিত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। কাঁচা রাস্তাগুলো দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

চিকিৎসা

এখানে একটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আছে। এ ছাড়া একটি পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং একটি পশু হাসপাতাল আছে। নানা সমস্যার কারণে হাসপাতালটিতে সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালে প্রতিদিন ১০০/১৫০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য আসে।

হাটবাজার

এ উপজেলার হাটবাজারের সংখ্যা ৩৮টি। এগুলোর স্থান সংকট, নর্দমা এবং নানাবিধ সমস্যার কারণে জনসাধারণকে পোহাতে হয়। চরম ভোগান্তি।

টেলিফোন

৫০ লাইন বিশিষ্ট একটি টেলিফোন একচেঞ্জ রয়েছে। জেলা সদরের সাথে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে তবে মাঝে মাঝেই লাইন খারাপ থাকে বলে অভিযোগে জানা যায়।